

সংবাদ সম্মেলনে সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটি ইউনেস্কোর প্রতিবেদন একপেশে হওয়ার শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক •

গুরু সরকারি বক্তব্য ও ব্যাখ্যা পেয়ে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্রের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর শেষ করায় সুন্দরবন নিয়ে তাদের প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ ও একপেশে হতে পারে। এ আশঙ্কা সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটির। সুন্দরবন সংরক্ষণ ও বনের প্রতি ক্ষতিকর সব ধরনের অবকাঠামো বিষয়ে উপস্থাপিত বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যাবলি বিবেচনায় নিয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে প্রতিনিধিদলের সুলতানা কামাল প্রতি আহ্বান জানিয়েছে কমিটি।



ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে গতকাল শনিবার 'ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক সুন্দরবন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠে শোনান সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামাল। তিনি অভিযোগ করেন, ইউনেস্কো প্রতিনিধিদলের সফরসূচিতে সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটি, তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত থাকলেও সরকার পরিকল্পিতভাবে সেগুলো হতে দেয়নি। তিনি আরও বলেন, মিশনের সঙ্গে সামাজিক আন্দোলনের প্রতিনিধিদের যাতে অর্থবহ আলোচনা না হতে পারে, সে জন্য পরিকল্পিতভাবে অবহেলা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ইউনেস্কোর উপদেষ্টা ফের্নি অ্যাডলফিন ডবারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি দল ২২ মার্চ বাংলাদেশে আসে। দলটি ২৩ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সুন্দরবন সফর করে রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনসহ বিভিন্ন কারণে সুন্দরবনের ওপর কী ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে, তা খতিয়ে দেখে।

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্যসচিব আনু মুহাম্মদ রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রকে পরিবেশবান্ধব নয় মন্তব্য করে বলেন, 'এ প্রকল্পে যারা পরামর্শক হিসেবে আছেন, তাঁরাই কেবল বিদ্যুৎকেন্দ্রটির পক্ষে কথা বলছেন, সমর্থন করছেন। এই প্রকল্পের পক্ষে একজনও স্বাধীন বিশেষজ্ঞ নেই।'

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, রামপাল প্রকল্পের ঝুঁকি অবমূল্যায়ন করে উপস্থাপন করা হয়েছে ইউনেস্কোর কাছে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বদরুল ইমাম, এম এম আকাশ, বাপার সাধারণ সম্পাদক ও সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্যসচিব মো. আবদুল মতিন, সিপিবি'র নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স প্রমুখ।